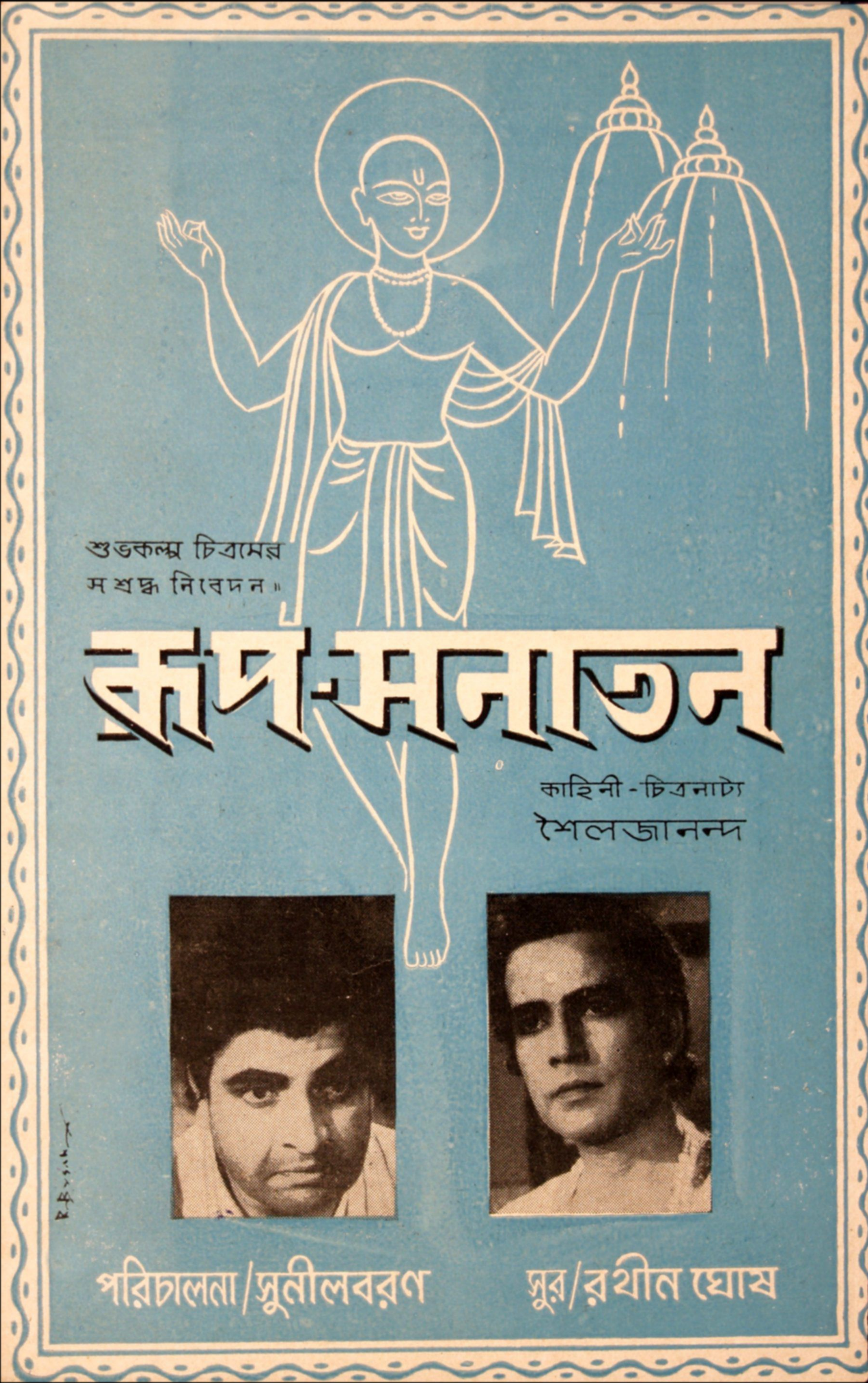
শুভকল্প চিত্রমের
সশ্রদ্ধ নিবেদন॥
রূপ-সনাতন
কাহিনী - চিত্রনাট্য
শৈলজানন্দ
পরিচালনা/সুনীলবরণ
সুর/রথীন ঘোষ

শুভকল্প চিত্রম্ এর সশ্রদ্ধ ভক্তি অর্ঘ্য—

রূপ - সনাতন

কাহিনী ও চিত্রনাট্য ঃ— শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সুর সৃষ্টি ঃ কীর্তন কলানিধি রথীন ঘোষ
পরিচালনা ঃ— সুনীলবরণ

চিত্র গ্রহণে—শচীন দাশগুপ্ত। শব্দ গ্রহণে—পরিতোষ বসু, জে ডি ইরানী, শিশির চ্যাটার্জী। সঙ্গীত গ্রহণে—সত্যেন চ্যাটার্জী। শিল্প নির্দেশনায় — শ্রীপ্রীতি। সম্পাদনা— অমরেশ তালুকদার। ব্যবস্থাপনায়— পশুপতি কুণ্ডু। রূপসজ্জায়— সুধীর দত্ত, ত্রিলোচন পাল, ডি, আর. মেকআপ। গীত রচনায়— পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈষ্ণব শিরোমনি হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। নৃত্য — বিনয় ঘোষ। পরিচয় লিখনে— দিগেন ষ্টুডিও। স্থির চিত্রগ্রহণে— পরিমল চৌধুরী, অজিত গোস্বামী। প্রচারে— ধীরেন মল্লিক।

প্রধান ব্যবস্থাপনায়—রাম চন্দ্র ভর্মা।

—ঃ সহকারী বৃন্দ ঃ—

পরিচালনায় ঃ— বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, দীপেন ভট্টাচার্য্য, কাজল সেন। সঙ্গীত পরিচালনায় ঃ— বীরেন্দ্র নারায়ন, শিব দাস মুখোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় ঃ— সমর গুপ্ত, নিরঞ্জন দে। চিত্র গ্রহণে ঃ— দেবেন্দ্র দে, অনিল ঘোষ। শব্দ গ্রহণে ঃ— জগৎ দাস, সিদ্ধি নাগ। সম্পাদনায় ঃ- বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশনায় ঃ— মাণিক কুণ্ডু। আলোক নিয়ন্ত্রণে ঃ— শান্তি সরকার, মনোরঞ্জন দত্ত, সুখ রঞ্জন দত্ত, বিনয় সাহা, অনিল সরকার দেবেন্দ্র দাস। পরিচয় লিখন ঃ— অরুণ কুমার দাস, বিশ্ববন্ধু ও তরুণ।

—ঃ নেপথ্য সঙ্গীতে ঃ—

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, ললিতা ঘোষ, নির্মলা মিশ্র, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, শেফালী চক্রবর্ত্তী, বিনয় অধিকারী, শিবনাথ মুখোপাধ্যায়, মানস মুখোপাধ্যায় ও সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

রায় বাহাদুর গজাধর প্রসাদ সাহ (কলগাঁও), রাজেন্দ্র প্রসাদ সাহ (কলগাঁও), নরেন্দ্র প্রসাদ সাহ (ভাগল পুর), দেবল বরণ সেনগুপ্ত।
ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আর সি এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবোরেটারিজ-এ মোহিনী তরফদার দ্বারা পরিস্ফুটিত।

কাহিনী

রূপ - সনাতন

গৌড়ের নবাব তখন প্রবল প্রতাপান্বিত হুসেন শাহ। অথচ তাঁর দুই মন্ত্রী হলেন দুই হিন্দু সহোদর রূপ আর সনাতন গোস্বামী। গৌরাঙ্গ দেবের প্রেমের মন্ত্রে সারা বাংলা প্রায় ডুবু ডুবু—সেই প্রচণ্ড প্লাবনে ভেসে গেল দুই ভাই— হল সর্ব্বত্যাগী পরম বৈষ্ণব। নবাবের কঠোর কারাকক্ষ রোধ করতে পারেনি সেই প্রেমের আবেগ —রাজ্যের সুন্দরী শ্রেষ্ঠা বাঈজী কাঞ্চনমালার উদগ্র যৌবন-মদির দেহবিলাস হল সেখানে ব্যর্থ; নারী হল পরিত্যাজ্যা, অস্পৃশ্যা। অথচ নারীর কাছেই আবার হল পৌরুষের দর্পচূর্ণ— সে নারী হল রাজপুত কুলবধূ সন্ন্যাসিনী মীরাবাঈ। এই বিচিত্র জীবন কাহিনী অপরূপ এক চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে রূপ-সনাতন।

আপনার সামনের রূপালী পর্দ্দায় তা প্রতিফলিত হবে।

"রূপসনাতন"

জাগো জাগো রাধা রমন
গোপীজন চিত্তচারী
জাগো নন্দলাল যশোদা দুলাল
জাগো বনমালী ব্রজবিহারী।
কারণ অর্ণবে প্রজাপতি স্তবে
মধু ও কৈটভে নাশিলে আহবে
তেমনি কৃপা করি জাগো জাগো হরি
বিনাশ দুষ্কৃতে হে গিরিধারী।
ধরমের গ্লানি হ'য়েছে পুন ওই
কাঁদে বসুন্ধরা দুখ বেদনা সই'।
প্রেমের বাঁশী বাজাও আসি'
দুঃখ দৈন্য আঁধার নাশি'
অসুর নিসূদন হে মধুসূদন
যোগনিদ্রা হ'তে জাগো কংসারি।
পুণ্যে রাখিতে পাপ বিনাশিতে
ধর্ম্ম স্থাপিতে জাগো মুরারী
জাগো জাগো জাগো জাগো।

(২)

উমড় ঘুমড় ঘিরি আই বাদরিয়া
পবন চলত শনশন পুরবৈয়া
মরমে লাগে এ কী বোল
বাঁশীতে বলে কে গো
দক্ষিণ দুয়ার খোল,
নয়ন কোনে স্বপ্ন আঁকি আশা পথ চেয়ে থাকি
সুরভি জড়ানো মালা যে মোরে আবেশে করে বিভোল ॥
শুনি যে অলি কলিরে বলে সাজো সাথী শতদলে
রজনী বলে চাঁদের কানে মেঘের আড়ালে তোল।

[৩]

ও ভোলামন মন বাজারে সওদা না করে দাম তো দিলো না
ও সাধু জানতো ভালো সঙ্গী আমার কেউ যে ছিল না
দর করে সে দেখে শুনে ভরলো ঝুলি গুণে গুণে
ভুলে সেই বোঝাই ঝুলি গেল ফেলে সঙ্গে নিলোনা
ভোলা মন বুঝলো না গো পালিয়ে গেল ফাঁকির ফাঁকে
এ হাটে কদিনই বা নুতন ফলের সুদিন থাকে
এই অবেলায় না এলে আর মিলবে না তো পসরা তার
কে নেবে জিম্মাদারী খবর দারী
লোক মিলল না দাম তো দিলো না

(৪)

নূপুর পায়ে বাঁধলে কি আর চরণ চলে না চলে না।
চরণ বিনা রুনুঝুনু নূপুর বলে না
বলে না একা বলে না
আগুন কে ভয় পেয়ে যদি
সরিরে রাখো ও দরদী
একা একা প্রদীপ শিখা কোথাও জ্বলে না।
শ্যামের বামে যুগে যুগে ঠাঁই নিয়েছে রাধা
এক হয়েছে এক করেছে আধার পাশে আধা
এতো জেনেও শেখনি মন — কেন গো এই মধুর মিলন
বিনা রূপে রসের তরুর ফলতো ফলে না।
কি মোহিনী জানো বন্ধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।
কি মোহিনী ওহে মনমোহন জানো বধিলে এই বন হরিণী
ফাঁদ পাতিয়া ব্যাধে জিনি।

[৫]

নব নীরদ নিন্দি সুকান্তি বরং
নব কিশোর নাগর রূপ ধরম্
শুভ বঙ্কিচারু শিখণ্ড চূড়ং
ভজ কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীনন্দসুতম্ ॥
ভ্রূভঙ্গিম রঙ্গিম ইন্দ্রধনুং
মুখচন্দ্র বিনিন্দিত কোটি বিধুমং।
মৃদু হাস্য মাধুর্য্য লাবণ্যযুতং।
অলকাবৃত রঞ্জিত চারুভালে
মকরাকৃত কুণ্ডল গণ্ডমূলে।
পরিধান পীতাম্বর বেণুকরং।
শ্যামলাঙ্গ ত্রিভঙ্গ শ্রীঅঙ্গবরং
শ্রী গোপাল মনোহর বেশ পরম্।
নীলাম্বুজ বঙ্কিম নেত্রযুগং।
হরি চন্দন চর্চ্চিত শ্যামতনুং
মনি কৌস্তভ ভূষিত নিন্দি ভানুম্।
শ্রীগোপাল চূড়ামণি সত্য পরং।
চিদানন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ হরি
দেবেন্দ্র চূড়ামণি বংশীধারী।
গিরিধারী মুরারী পুরারি পরং।
জয় রাধিকা মাধব রাসেশ্বরং
রসিকাগ্রজ শিরোমণি রক্ষ বরম্।
জগদীশ্বর শ্রীধর দামোদরং।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল

(৬)

বোম্বলা বোম্বলা বোম্বলা হো আমরা ডাকাত হৈঃ
কে আমাদের রুখবে গো আমরা ডাকাত হৈ
করি লুটপাত ভাঙ্গি ঘরদ্বার
ভরা সংসার করি ছারখার
আমরা মরণ
নাও নাও গো লুটে নাও সব লুটে নাও
জোর যার মুলুক তার কেন ভুলে যাও
খুন করে হেসে খুন হও দিন রাত
নিজেই বানাও তুমি নিজের বরাত
নাও নাও গো ভরে নাও প্রান পিয়ালা।
সুরেতে রাঙ্গিয়ে দাও রাত নিরালা
বাহু বলে ভোগ কর করো বাজীমাত
প্রেমের পিছিল পথে হও কুপোকাৎ

[৭]

হরি বলব আর মদন মোহন হেরব গো
দুই বাহু তুলে ব্রজের পথে নাচব গো।
যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর হব গোপীকার নূপুর
তাদের চরণে মধুর মধুর বাজব গো ॥
বিপিনে বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের মেলা
তাদের চরণের ধুলা গায়ে মাখব গো।
এ দেহ অন্তিমকালে রাখবো শ্রীযমুনার জলে
জয় রাধে গোবিন্দ বলে ভাসব গো
সেদিন কবে বা হবে গো।
যমুনায় ভাসবো হরি হরি বলব।

[৮]

ছলের উপর ছল সখি
ছলকে ওঠে গাগরী কী দারুণ ছলে
চটুল পায়ে মল বাজে

জলকে চলে নাগরী কী দারুণ ছলে
ঢেউ ছল ছল যমুনার জল
উথাল পাথাল উথাল পাথাল
অঙ্গে উথলায়
চোখ ছল ছল সাজে ভয়ে কেউ যদি গো চায়
হায়রে হায় লগন যায় হল একী দায়
জলের উপর জল তবু
পিয়াস লাগে কী করি গো হৃদয় জলে
শোন ওলো সই মুরলী ওই
সই সই ও সই ও সই
গোঠের বেলা যায়
জল থৈ থৈ ঘাটে ও কে মরে পিপাসায়
জ্বালার উপর জ্বালা সখি
ছড়ায় সুরে বাঁশরী যে কদম তলে

[৯]

গিরিধারী বিনা মোর কেহ নাই আর
সেই মম প্রাণপতি শিরে শিখিপাখা যার ॥
শংখ চক্র গদা পদ্মধারী —
মঞ্জুলফুলহার কণ্ঠে তারি—
সেই প্রিয় পিতা মাতা কেহ নহে আপনার ॥
কর সাধু সঙ্গ ত্যাজি লোক লাজ ভয়,
কুল যে ছেড়েছে তার অপবাদে কিবা হয়
নয়নের জলে হিয়া সিক্ত করে
ছড়াও প্রেমের বীজ তাহার পরে
মীরার দয়াল প্রভু লগ্ন এনেছে তার ॥

(১০)

মীরা—বিরাজ করেন যেজন ব্রজে পুরুষোত্তম নাম
তার প্রকৃতির লীলা খেলায় পূর্ণ ব্রজধাম
রূপ— কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা শুনিয়াছি প্রভুর শ্রীমুখে
ব্রজমাঝে পিতানন্দ শ্রীদামাদি সখাবৃন্দ সবে কৃষ্ণ সেবে মনসুখে
পুরুষতারা সকলেই তো পুরুষতারা ব্রজ পিতা সখা যারা
কৃষ্ণ সেবায় আত্মহারা সকলেই তো পুরুষ তারা—
ব্রজ লীলায় নাইক পুরুষ নূতন শুনিলাম।

মীরা— আছে, একই পুরুষ গিরিধারী নয়নাভিরাম।
পিতা মাতা বন্ধু ভ্রাতা ব্রজের তরুলতা
বৎস ধেনু কোকিল ভ্রমর আর যে আছে যথা—
নিত্য নব ছন্দে রূপে লয়ে কত নাম
রাধা করেন কৃষ্ণ সেবা পুলকিত শ্যাম
আমার ঘনশ্যাম।
রূপ— খুলিল হৃদয় দুয়ার দূরে গেল অন্ধকার
তোমারেই গুরু মানিলাম।
কৃষ্ণ বিনা ব্রজমাঝে আর না পুরুষ আছে
তোমারি কৃপায় জানিলাম ॥
প্রণাম লহ আজি রূপের লহ গো প্রণাম।
মীরা—লহ গো প্রণাম।

(১১)

কল মুরলীকণ কর বিচক্ষণ পশুপালাধিপ হৃদয়ানন্দন।
গিরিশ সনাতন সনক সনন্দন নারদ কমলাসন কৃত বন্দন ॥
লহ প্রণাম ঘনশ্যাম রাঙাপদে সব সঁপিলাম—হে ব্রজনয়নাভিরাম।
সৌরভ সেবিত পুষ্প বিনির্মিত
নির্মিল বনমালা পবিমণ্ডিত
শোভে বনমালা অনুপাম
সুরভিত ফুলদাম দোলে মালা অনুপাম।
গলে দোলে অবিরাম বনমালা অনুপাম
ওহে গোপ রাজকুমার তোমার জয় হোক
হে রাধাবক্ষের ইন্দ্রনীলমণি হার
তোমার জয় হোক
হে শারদ কৌমদী বিনিন্দিত হাসা স্ফুরিত বদন গোবিন্দ
তোমার জয় হোক
মন্দ তরস্মিত কান্তি করম্বিত বদনাম্বুজ নব বিভ্রম পণ্ডিত ॥
শ্যামের মুখের মৃদুহাসি বরষে অমিয়ারাশি হেরিভুলে ব্রজবাসী
শ্যামের মুখে মৃদুহাসি—
হে শিখি শিখকমৌলি মোহনমুরলীধারী তোমার জয় হোক
মাতাও গোপীর চিত্ত ভ্রমর যারা সকল সদ্‌গুণের আকর
ওহে কুসুমিত অশোক তরুবর—
হে যমুনাতট রঙ্গভূমির নটশিরোমণি ব্রজযুবরাজ তোমার বেণুগান
স্থাবরে করে চলামান আকুলিত করে নিখিল জঙ্গমের মনপ্রাণ।

চরিত্র চিত্রনে ঃ—

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	সুবীর দাস
রবীন মজুমদার	তারাপদ বসু
বিপিন গুপ্ত	নারায়ণ
জহর গাঙ্গুলী	গোবিন্দ
নীতিশ মুখার্জ্জী	বাবুয়া
প্রবীর কুমার	হীরেন
জহর রায়	নরেন ঘোষ
গঙ্গাপদ বসু	গৌরাঙ্গ বসু
নৃপতি চট্টোপাধ্যায়	সৌরেন কুণ্ডু
৺ নবদ্বীপ হালদার	মলিনা দেবী
স্বপন কুমার	শিপ্রা মিত্র
নব কুমার	সবিতা বসু
মনি শ্রীমানী	জয়শ্রী সেন
সমীর কুমার	মিতা চট্টোপাধ্যায়
পশুপতি কুণ্ডু	শুক্লা চৌধুরী
ভোলা বন্দ্যোপাধ্যায়	কল্পনা ভট্টাচার্য্য
বেণু সেনগুপ্ত	রেখা মল্লিক

প্রভৃতি।

একমাত্র পরিবেশক—

ইন্দু পিকচার্স

৩।১, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩